

আমার প্রথম সালাত  
আমার প্রথম ভালোবাসা

ড. খালিদ আবু শাদি



রুহামা পাবলিকেশন

## সূচিপত্র

কে হবে এই গল্পের বীর! .....	০৭
সালাতেরচাবিকাঠি .....	০৮
প্রথমবার! .....	১৪
নতুন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও .....	২৩
চূড়ান্ত প্রস্তুতি .....	২৪
নিবিশ্টিচিততাই নামাজের আত্মা .....	২৫
অজু .....	২৬
মসজিদে গমন .....	২৯
কিবলামুখী হওয়া .....	৩১
তাকবিরে তাহরিমা .....	৩২
সানা বা শুরুদুআ .....	৩৪
আউজুবিল্লাহি... পাঠ করা .....	৩৭
কিরাআত পড়া .....	৩৮
আমিন বলা এবং হাত উত্তোলন করা .....	৬৭
রুকু .....	৬৮
রুকু শেষে উঠে দাঁড়ানো .....	৮০
সালাত যখন কথা বলে .....	৮৪
সিজদা—রবের সর্বাধিক নৈকট্যে .....	৮৬
সিজদার জ্যোতি .....	১০০
দুই সিজদার মাঝে তোমার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত .....	১০১
দুই সিজদার মাঝে ইসতিগফার করা .....	১০৩
দ্বিতীয় সিজদা .....	১০৪
পুনরাবৃত্তি .....	১০৫

তাশাহুদ ও তাহিয়্যাহ .....	১০৬
শাহাদাতাইনের মর্ম .....	১১১
আশ্রয় প্রার্থনা .....	১১৬
সালাম ফেরানো .....	১১৯
সালাতের অর্জন .....	১২১
রহস্যের সারসংক্ষেপ .....	১২২
এমনই ছিল তাঁদের সালাত—আমাদের সালাত তাদের অনুরূপ?! .....	১২৭
আমার সকল কর্ম আল্লাহ তাআলা দেখছেন .....	১৩০



## কে হবে এই গল্পের বীর!

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেছে। তখন রাসুল ﷺ মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। লোকটি সালাত আদায় করল। অতঃপর এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিল। রাসুল ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘وَعَلَيْكَ السَّلَامُ’ (তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক), যাও আবার সালাত আদায় করো। কেননা তুমি সালাত আদায় করেনি।’ লোকটি গিয়ে সালাত আদায় করে আবার এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিল। তিনি তার সালামের উত্তর নিয়ে বললেন, ‘যাও আবার সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাত আদায় করেনি।’ লোকটি পুনরায় সালাত আদায় করে এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘যাও আবার সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাত আদায় করেনি।’ অতঃপর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন পরিপূর্ণভাবে অঙ্গু করবে। তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবির বলবে। অতঃপর পবিত্র কুরআন থেকে তোমার কাছে যা সহজ মনে হয়, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর রুকুতে গিয়ে ধীরস্থির হবে। রুকু শেষে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সিজদাতে গিয়ে ধীরস্থির হবে। অতঃপর মাথা উঁচু করে বসবে। এভাবে পুরো সালাত আদায় করবে।’<sup>১</sup>



১. সহিহুল বুখারি : ৬২৫১, সহিহ মুসলিম : ৩৯৭, সহিহত তারগিব ওয়াত তারহিব : ৫৩৫।

## সালাতের চাবিকাঠি

এই কিতাব থেকে উপকৃত হবার প্রমাণও বলা যেতে পারে এই অধ্যায়কে। এটি এই কিতাবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা। কারণ এখান থেকে তুমি জানতে পারবে যে, তুমি যা কিছু পড়ছ, সেগুলোকে বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে এবং কীভাবে এখান থেকে সারগর্ভ (শিক্ষা) হাসিল করবে?

১. দ্রুততার কারণে সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব কমে যায় : যদি তুমি এই কিতাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও এবং সালাত থেকে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা হাসিল করতে চাও, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করতে হবে; তাড়াছড়ো করে আদায় করা যাবে না, সালাতের মাঝে কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে। বিশেষ করে কোনো অংশে বিনয় ও খুশু যেন ছুটে না যায়। কারণ, এর ফলে ইমানের শক্তি কমে যায়। সালাতের মাঝে অনেক বরকত নিহিত রয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যেগুলো সালাত আদায়কালে মুসল্লিরা বুঝতে পারে। অথচ সে বিষয়গুলো ইতিপূর্বে কখনো তার চিন্তায়ও আসেনি। সালাতের এসব ফজিলত ও বরকত তোমাকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে। সুতরাং তোমার উচিত হলো ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করা।

কেবল সালাতের ভেতরেই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে চলবে না; বরং সালাতের পূর্বক্ষণ থেকেই ধীরস্থিরতার সাথে প্রস্তুতি নিতে হবে। রাসুল ﷺ-ও ধীরস্থিরতার সাথে প্রশান্তচিত্তে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমার অবস্থা এমন না হয় যে, তুমি বাধ্য হয়ে সালাত আদায় করছ। এমনভাবে দ্রুততার সাথে সালাত আরম্ভ করা যাবে না যে, সালাতের নিয়ত করার সাথে সাথে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছ আর হাঁপাচ্ছ এবং মাথায় বিভিন্ন চিন্তা লালন করছ। নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا تَوَبَّ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ،  
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْجُدُ  
إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

‘সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হয়ে গেলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াছড়া করে সালাতে এসো না। বরং প্রশান্তিসহ গাষ্টীর্ঘ বজায় রেখে সালাতে শরিক হবে। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু পরিমাণ সালাত পাবে, তা আদায় করবে। আর যতটুকু পরিমাণ ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নেবে। কেননা, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়ের সংকল্প করে, তখন সে সালাতরত বলেই গণ্য হয়।’<sup>২</sup>

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিও মুসল্লি। তাই তার উচিত হলো, একজন মুসল্লির জন্য যা কিছু করা কর্তব্য, সেগুলো করা এবং যেগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক, সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

২. বিভিন্ন আজকার পাঠ করতে হবে : আজকার পাঠ করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাকরার বা বারবার পাঠ করার কারণে মনের মধ্যে **مَلَّل** (বিরক্তি বা অস্বস্তি) সৃষ্টি হয়। আর **مَلَّل** (বিরক্তি বা অস্বস্তি) হলো, যা তোমাকে সালাতের মর্ম অনুধাবনের প্রতি অমনোযোগিতা তৈরি করবে। ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। সুতরাং তুমি যদি একই জিকিরকে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকো এবং প্রত্যেকবার সেটি নিয়েই ভাবতে থাকো, তাহলে সালাতের মাঝে বিরক্তি চলে আসবে এবং খুশি চলে যাবে। সুতরাং অবশ্যই তোমাকে প্রত্যেক সালাতে বিভিন্ন আজকার পাঠ করতে হবে। একেক রুকন আদায়কালে একেক জিকির পাঠ করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, একই সালাতে তোমাকে সবগুলো আজকার পাঠ করে শেষ করতে হবে। বরং প্রত্যেক সালাতের মধ্যে যেকোনো একটি করে নির্বাচন করবে এবং সেই জিকির নিয়ে ভাবতে থাকবে আর তার সারমর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এভাবে আমল করতে করতে যখন তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে এবং শয়তান সালাতের মাঝে ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, তখন অন্য আরেকটি আজকার পাঠ করতে শুরু করবে।
৩. ভালোভাবে তিলাওয়াত করতে হবে : সালাতের মধ্যে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমাকে একই সাথে পুরো কুরআনে কারিম অথবা অনেক বেশি অংশ তিলাওয়াত করতে হবে। বরং

২. সহিহ মুসলিম : ৬০২।

উদ্দেশ্য হলো, অল্প অল্প করে তিলাওয়াত করবে এবং যেটুকু তিলাওয়াত করবে, তার মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এভাবে একটা সময় বেশি তিলাওয়াত করার তাওফিক হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. আজানের সাথে সাথে সাড়া দেওয়া : যখনই তোমার কানে আজানের আওয়াজ আসবে, যথাসাধ্য দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এর ফলে তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হবে এবং তোমার এই প্রচেষ্টার কারণে সালাতের মাঝে আত্মিক শক্তি ও অন্তরের খোরাক খুঁজে পাবে। তাই তুমি যত দ্রুত মসজিদে ছুটে যাবে, আল্লাহ তাআলাও তোমাকে সালাতের দ্বারা ততটুকু উপকার দান করবেন।

৫. উত্তম স্থান ও উত্তম সময় : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশেষ ফজিলতপূর্ণ সময়ে অথবা পবিত্র জায়গাগুলোতে সালাত আদায়ের সময় অন্তর স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশি পবিত্র থাকে, আল্লাহর অভিমুখী থাকে, সালাতের মর্ম অনুধাবনের জন্য অধিক উপযুক্ত ও প্রস্তুত থাকে। যেমন : মসজিদ। বিশেষ করে যদি মসজিদটি হয় কাবা শরিফ, মসজিদে নববি অথবা বাইতুল মাকদিস! আর সময়টিও যদি হয় পবিত্র সময়! যেমন রমাজানের রাত্রিগুলো এবং রমাজানের শেষ দশকের ইতিকাহের! তাহলে তো এই কিতাবের ওপর আমল করতে তোমার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হবে। সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াবি চিন্তা থেকে ফারোগ হয়ে তুমি ইবাদত করতে পারবে। সালাতের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং তুমি এমন বরকত অর্জন করতে পারবে, যা অন্য কোথাও পেতে না।

৬. দ্রুত সালাত আদায় ও ধীরগতিতে সালাত আদায় : একাকী সালাত আদায়কালে ধীরগতিতে আদায় করবে। কিন্তু কাউকে নিয়ে সালাত আদায়ের সময় ধীরগতি পরিহার করবে। তবে যদি জানতে পারো যে, তোমার পেছনের মুসল্লিগণও ধীরগতিতেই সালাত আদায় করতে চায়, তাহলে তা করতে পারো। আর ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ, অধিক উত্তম, ইখলাসের জন্য অধিক উপযোগী এবং এভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এই কিতাবের ফরমুলাগুলোর ওপর আমল করতে হলে তোমার জন্য অধিক উপযুক্ত সময় হলো, একাকী সালাত আদায়ের সময়

বা নফল নামাজ পড়ার সময়। তখন যতটুকু ইচ্ছা সালাতকে দীর্ঘ করতে পারবে এবং প্রশান্তচিত্তে সালাত আদায় করতে পারবে। মনে রাখবে যে, ব্যস্ততার মাঝে দিনের শুরুতে সালাত আদায় করার মধ্যে এবং দিন শেষে বাড়িতে ফেরার সময় তোমার সুযোগমতো দ্রুত মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। তোমার উচিত হলো, প্রত্যেক সালাত থেকে যতটুকু সম্ভব ফায়দা হাসিল করা।

৭. আজকার মুখস্থ করা : যদি তোমার মনকে সালাতের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত রাখতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত আজকারগুলো মুখস্থ করতে হবে। তাই এই কিতাবের মধ্যে আমি তোমার জন্য সেসব আজকার থেকে কিছু সহিহ আজকার উল্লেখ করেছি। দুর্বল বর্ণনার আজকারগুলো উল্লেখ করিনি। যাতে তুমিও রাসুল ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী সালাতের প্রত্যেক দিগন্তে পরিপূর্ণভাবে বিচরণ করতে পারো এবং তিনি যেভাবে সালাত থেকে উপকৃত হয়েছেন, তুমিও যেন সেভাবে উপকৃত হতে পারো। ফলে সালাতের মধ্যে প্রতিটি রাকআতে রাসুল ﷺ-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাও সহজ হয়ে যাবে।
৮. রাতের সালাত খুশুর জন্য অধিক উপযুক্ত : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাতের সালাত আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয়, এ সময় তাঁর রহমত পাওয়া অধিক সহজ, মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করা যায়, ব্যস্ততা মুক্ত থাকা সম্ভব হয়, অতি সহজেই ইখলাস আনয়ন করা যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান হাজির করা যায়। এ ছাড়াও স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই শেষ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন তাঁর প্রিয় বান্দাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য।
৯. হতাশ হবে না : খুশু বা বিনয় হলো ইমানের অংশ। তাই যেহেতু ইমান বাড়ে এবং কমে, সেহেতু খুশুও বাড়ে এবং কমে। উপকারী ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকা এবং নেক আমলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। আর অন্তরের কলুষতা বা অন্তর মরে যাওয়ার মাধ্যমে তা কমে যায়। বিশেষ করে অন্তরের মধ্যে যখন সন্দেহ ও প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে, তখন অন্তর মরে যায়। আর অন্তর মরে গেলে খুশুও কমে যায়। কখনো যদি খুশু কমে যায়, তাহলে এই



অবস্থায় অব্যাহত থাকলে তা কমতেই থাকবে। আর যদি কখনো তোমার মাঝে অবসাদ, অমনোযোগিতা বা খানিকটা বিরক্তি চলে আসে, তাহলে তোমাকে দ্রুত তা থেকে মনকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং তোমার আমল ও আজকারের কথা মনে করতে হবে। তাহলে ইমানের স্বাদ আশ্বাদন করা সম্ভব হবে।

১০. অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তর : যদি তুমি সালাতের মধ্যে বিনয় ও খুশি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার চেষ্টা না করো, তাহলে তোমার মাঝে বর্তমানে যতটুকু খুশি বিদ্যমান রয়েছে, সেটুকুও শেষ করে দেওয়ার জন্য শয়তান আশ্রয় চেষ্টা করতে থাকবে। ফলে সে ধীরে ধীরে তোমার খুশিকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসবে এবং তুমি সালাতের স্বাদ হারিয়ে ফেলবে। তখন তোমার কাছে সালাতটা একটি ভারী বোঝা মনে হবে। এভাবে সালাতের মধ্যে তোমার অলসতা বাড়তে থাকবে এবং তুমি সময়মতো তা আদায় করতে পারবে না। তাই এই সমস্যার উত্তম সমাধান হলো, তোমাকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে পদার্পণ করতে হবে, যাতে কেউ নিচের দিকে নামাতে না পারে। বেশি বেশি সালাত আদায় করতে হবে, যাতে সালাতের মাঝে কমতি না আসে। সর্বদা সালাতের মাঝে মনকে উপস্থিত রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করতে হবে। অন্যথায় মনোযোগ যতটুকু আছে, তাও চলে যাবে। খুশি অর্জনের প্রতি পরিপূর্ণ প্রত্যাশা থাকতে হবে। অহংকারের সাথে চেষ্টা করবে না; বরং বিনয়ের সাথে চেষ্টা করবে।

১১. জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি : যখন অনুভব করবে যে, সালাতের মাঝে তোমার মনোযোগ ছুটে গেছে, বারবার ভুল করছ অমনোযোগিতার কারণে, তাহলে সালাতকে দীর্ঘ না করে দ্রুত শেষ করে দাও। কারণ, এমন মুহূর্তে তুমি সালাতকে যতই দীর্ঘ করবে, ততই ভুল হতে থাকবে এবং অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং যখন সালাতের মধ্যে মনোযোগ থাকবে, আত্মিক উন্নতি অনুভব করবে, ইমানি স্বাদ আশ্বাদন করতে থাকবে, প্রশান্তি খুঁজে পাবে, তখন যত ইচ্ছা সালাতকে দীর্ঘ করবে, মর্ম অনুধাবন এবং পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করবে।

১২. অবসরতা ও ব্যস্ততার মাঝামাঝি : আবু দারদা رضي الله عنه বলতেন, 'ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় হলো, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে প্রয়োজন পূরণ করে নেওয়া, যাতে অন্তরকে পরিপূর্ণ চিন্তামুক্ত করে সালাত আরম্ভ করতে পারে।

সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে আবু দারদা رضي الله عنه-এর এই অসিয়ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করো। সালাত শুরু করার পূর্বে এবং সালাতের মাঝে কখনোই দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থেকে না। অন্যথায় তোমার সামনেই তোমার সালাত মূল্যহীন হয়ে পড়বে এবং তোমার সামনেই তোমার ধনভান্ডার একটু একটু করে খালি হয়ে যাবে।



## প্রথমবার!

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের অনিষ্ট থেকে ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তিনি ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।’<sup>৩</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’<sup>৪</sup>

৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।